(10) Bidyut Deyashi



## বিদ্যুৎ দেঁয়াশী (পূর্বাঞ্চল গার্ড) পাণ্ডবেশ্বর সাইডিং

প্রশ্ন ঃ আপনার নাম?

উত্তর ঃ বিদ্যুৎ দেঁয়াশী।

প্রশ্ন ঃ আপনার বাড়ি কোথায়?

উত্তর ঃ বিলপাহাড়ী গ্রামে। ও সি পি'র কাছেই।

প্রশ্ন ঃ আপনার কি জমি গেছে ও সি পি'র জন্য।

উত্তর ঃ হ্যাঁ। জমি গেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি জমি হারানোর জন্য চাকরি পেয়েছেন?

উত্তর ঃ না, আমি পূর্বাঞ্চল কোম্পানিতে কাজ করি। আমার দাদা ই সি এল-এর ডালুয়াবাঁধে কাজ করে।

প্রশ্ন ঃ আপনি এখানে কতদিন কাজ করছেন?

উত্তর ঃ আমি এখানে জানুয়ারী ২০০৫ থেকে কাজ করছি।

প্রশ্ন ঃ আগে কি করতেন?

উত্তর ঃ কেবল্ এর ব্যবসা করতাম আমাদের গ্রামে।

প্রশ্ন ঃ ঐ ব্যবসার চেয়ে কি এখানে পয়সা বেশী পান? কাজটার তফাৎটা কি একটু বলুন।

উত্তর ঃ দেখুন আমার ভাই বেকার ছিল। তাই ব্যবসাটা ওকে দিয়ে এখানে কাজটা জোগাড় করলাম। এখানে মাসে ২০০০ টাকা পাই। এটাই লাভ। আর বাড়ির কাছেই কাজ।

প্রশ্ন ঃ আর বাবা দাদা কি করেন?

উত্তর ঃ বাবা মারা গেছেন। মা আরও আগে মারা গেছেন। দাদা চাকরি করে।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, এখানে কাজের অবস্থাটা কেমন একটু বলুন তো। ম্যানেজমেন্ট কি রকম? আপনি স্থানীয় বলে ভাল বলতে পারবেন। আপনাদের আবস্থাটাও বলবেন।

উত্তর ঃ ম্যানেজমেন্ট যদি কয়লার দিকে নজর দেয় তবে অনেক ভাল হয়। মানে ডাম্পার বোঝাই হয়ে অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলি ঠিকমত দেখভাল করে না।

প্রশ্ন ঃ এখানে কয়লার মজুত তো ভাল বলে ব্যবসার সম্ভাবনাও ভাল, তবে এরকম অবস্থা কেন?

উত্তর ঃ ওয়ার্কারদের ঠিক বেতন দেয় না। সুযোগ সুবিধাও কম। ব্যবহারও ভাল নয় ম্যানেজমেন্টের। জলেরও খুব ক্রাইসিস। কাল সারাদিন জল ছিল না। অথচ ম্যানেজারদের বাড়িতে সবসময় জল থাকে। আমাদেরই জলের জন্য হাহাকার করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ এই সমস্যা ম্যানেজমেন্টকে জানান?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কোন লাভ হয় না।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, এইখানে ডাম্পার আসা যাওয়ার জন্য যে ধুলো কালি উড়ছে এটা বন্ধ করার জন্য কোম্পানি জল ছেটায় না?

উত্তর ঃ যখন লোডার সর্দার বলে তখন জল ছেটায়। তাও দিনে একবার। আর এখানে ব্লাষ্টিং এর নিয়ম হল দুপুর ১ টায়। কিন্তু এখন কোন সময় নেই। কখন ৪টা, এমনকি সন্ধ্যা ৬ টার সময়ও ব্লাষ্টিং হয়। আর ব্লাষ্টিং এর চোটে আমাদের গ্রামের ঘরবাড়ির খুব ক্ষতি হচ্ছে। বাড়িতে বড় বড় ফাটল ধরছে। আপনি আমাদের ওখানে থাকবেন। আমাদের ক্লাব নেতাজী সংঘে আপনাকে যত্ন করে রেখে দেব। ব্লাষ্টিং এর সময় এমন কাঁপুনি হয় যে আপনিও দৌঁড়ে পালিয়ে যাবেন। এটা আমরা পার্টিকে জানিয়েছি। পার্টি বলছে মিটিং হবে। প্রোজেক্ট রিপোর্ট চাইছে। কোম্পানি দিচ্ছে না। ইউনিয়নও একই কথা বলছে। তারপর এই যে এত ধুলো দেখছেন এতে গ্রামটা প্রায় ঢেকেই যায়। পার্টির নেতারা সবই বলে। কিন্তু কিছু ফল হয় না। ভোটের সময় সবাই প্রতিশ্রুতি দেয়। লাভ কিছুই হয় না।

প্রশ্ন ঃ এতে তো আপনাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকতে হয়।

উত্তর ঃ অবশ্যই। আর ধরুন আমরা যখন গ্রামের ১০ টা ছেলে এসে প্রতিবাদ করি তখন কোম্পানি থানায় আমাদের নামে নালিশ জানিয়ে দেয়। পুলিশের কাছে বলে আমরা নাকি দাদাগিরি করছি, মাফিয়াগিরি করছি।

প্রশ্ন ঃ কাজ করতে করতে চোট আঘাত লাগলে কোম্পনি টাকা পয়সা দেয় চিকিৎসার জন্য?

উত্তর ঃ ঠিক বলতে পারবো না।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, সারাদিনে ক'ট্রিপ ডাম্পার চলাচল করে?

উত্তর ঃ প্রায় ১৫০-২০০ ট্রিপ। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন কি পরিমাণ ধুলো কালি উড়ছে। এতে বাচ্চা বয়স্করা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা তো নেশাভাঙ করি এতটা বুঝি না।

প্রশ্ন ঃ এবার আপনাদের গ্রামের কথা বলুন। আর আপনার জীবনযাত্রা সর্ম্পকে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ আমাদের গ্রামটা খুবই সুন্দর। পরিবেশ খুবই ভাল। কোন ভেদাভেদ নেই। একতা খুব। আমার প্রায় ২৮ বছর বয়স হল, কোনদিন গ্রামে পুলিশ ঢুকতে দেখিনি। সাম্প্রদায়িক কোন দাঙ্গা দেখিনি। বলতে গেলে খুবই শান্তিপ্রিয় গ্রাম। শুনতে পাই গ্রাম একদিন কয়লা খনির আওতায় চলে যাবে। শুনে চোখে জল এসে যায়। এত সুন্দর গ্রাম ছেড়ে আমরা নড়বো না। লড়ে যাব। এখানে এত সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান হয় যে এক কথায় দারুন। বিরাট করে লক্ষী পুজো হয় আর জৈষ্ঠ মাসের ২ তারিখে ২৪ প্রহর বড় কীর্তন হয়। গ্রামের সবাই মিলে দেড়-দু'লাখ টাকা দেয় কীর্তনের জন্য। আপনারা আসুন, দেখতে পাবেন। চার দিন ধরে কীর্তন চলে পাঁচ দিনের দিন আশে পাশের সব গ্রামের নিমন্ত্রণ থাকে। সবাই এক সাথে খায়। বাউড়ি, হাঁড়ি এসব জাতপাতের ব্যাপার নেই। এই সময় গ্রামের যে যেখানেই থাকুক, দিল্লী হোক বা বোম্বাই হোক সবাই গ্রামে আসবেই।

প্রশ্ন ঃ আপনারা এত আনন্দের মধ্যে আছেন কষ্টের মধ্যেও আছেন। আবার বলছেন গ্রামের জমিগুলো নিয়ে নেবে। একটা আশঙ্কা তো থাকছেই। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ জমিতো নিয়েই নিচ্ছে। গ্রামের পাশ থেকে খুঁড়তে খুঁড়তে ই সি এল আর কোম্পানি গ্রামের দিকেই আসছে।

প্রশ্ন ঃ গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হলে বসতি দেবে কোথায়?

উত্তর ঃ তা তো এখন বলতে পারবো না। তবে আমরা গ্রাম ছেড়ে দেবনা। আমরা মন্ত্রীকে জানাব, কোর্টে জানাব।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, এইখানে খনির জন্য যাদের চাষের জমি গেছে তারা কি কোম্পানি বা ই সি এল-এ চাকরি পেয়েছে।

উত্তর ঃ একজনও না। যারা শুধু চাষ করে খেত তাদের ঘরে খাবার নেই। কি হাহাকার কি বলব। আমরা তো তবু একটা চাকরি করি।

প্রশ্ন ঃ এই নিয়ে জায়গা মত অভিযোগ করেছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। আরও অনেককে বলেছি কোন সুরাহা হয়নি। আমাদের সে রকম হাত নেই যে পার্টি লেবেলে সব সময় যাব। কোম্পানি কোন কথাই শোনে না।

প্রশ্ন ঃ আপনারা তো ভোট দেন। এটা বলে গণতান্ত্রিক অধিকার, মানে বাঁচার অধিকারও তো। যখন যারা ভোটে দাঁড়ায় তাদের বলেন আপনাদের এই সমস্যার কথা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বলি। লোকাল নেতারা প্রচুর খাটা-খাটনিও করে। কিন্তু ওদেরও হাত পা বাঁধা। উঁচু লেবেল থেকে কিছু হয় না। লোকাল নেতারা দরদ দিয়ে অনেক কিছুই করে। ওরা যদি ভাল না হত তবে আমরা এত জাতের লোক ও হিন্দু-মুসলমান মিলে থাকতাম কি করে।

প্রশ্ন ঃ এখানে তো কয়লা একদিন শেষ হয়ে যাবে। তবু কতদিন মনে হয় কয়লা তোলার কাজ থাকবে?

উত্তর ঃ তা প্রায় চল্লিশ বছর প্রোজেক্ট চলবে। আর কোম্পানি মাত্র ১৮০০ টাকা বেতন দিয়ে ওযার্কারদের দিনে ১২ ঘন্টা করে খাটায়। তাও আবার ৬০০ টাকা খাবার জন্য কেটে নেয়। হাতে মাত্র ১২০০ টাকা পায়।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের ইউনিয়ন বলে কিছু নেই? ছুটিও তো নেই।

উত্তর ঃ না, ইউনিয়ন নেই, ছুটি বলতে বেতন কাটা যাবে। মানে নো ওয়ার্ক নো পে।

প্রশ্ন ঃ তার মানে এই কাজে আপনারা কেউই সন্তুষ্ট নন। তাই তো?

উত্তর ঃ আমরা কেউই সন্তুষ্ট নই।

'ধন্যবাদ জানিয়ে সাক্ষাৎকারটি এখানেই শেষ হয়।'